



International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-I, July 2015, Page No. 01-10
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: <http://www.ijhsss.com>

**পশ্চিমবঙ্গের পূর্বগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের ভোজপুরী ভাষাভাষীদের কথিত ভাষায়
ঔপভাষিক মিশ্রণের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : একটি সাধারণ আলোচনা**
স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী

কলকাতা, ভারত

Abstract

Bhojpuri community is found in various professional divisions. They are mainly manual labourer and hard working. They are less educated and most of them are illiterate. They came from the districts of Bihar, Jharkhand and adjacent Uttar Pradesh. Their position in the scenario of Dialectical tendency. The young have been accepting the utterance of RARI influence like existing social customs old colloquial utterance. Inference in relation to illiterate-literate, static-mobile. The research work will reveal the reality. The mobile have the movement outside their locality and the static have the movement within their locality. The Dialectical group has been divided into twelve divisions. The dialectical age groups-below forty and above forty have accepted the RARI utterance of their own. The mathematical Calculation of Dialectical mixture group. Ascertainment of gradual increase of level in West Bengal East-RARI-Dialect. Utterance mobile and static group. Special characteristic of the tendency in RARI-Dialectical utterance. Becoming older or less in age of Bhojpuri people; The change of Aspirate and unaspirated sounds in Bhojpuri people. Palato-gluttural vowels and unaspirated-voiced-dental-labial sound. Prefix, suffix and in between of word, open and closed 'A' Sound, Gluttural Voice-less unaspirated sound of them. Auto change always in cerebral sound and the process of Voiced and unvoiced sounds in their dialect. Scenario of dialectical tendency and formal classification of sound, Proximity, Insertion of Euphony glides 'Y' and 'W' of the Bhojpuri people are seen. People and their language. Current Sociolinguistic situation. Syllabic Structure.

Key Words: *Bhojpuri Community; Literate and Illiterate; Manners and customs; Spread labial sound; word formation; Affixes Primary and Secondary; Tendency of word to drop internal 'r' and 'h'; Mobile and immobile; Dialectical tendency; Mathematical calculation of dialectical blending; Gradual increase in east RARI Dialect; Vervs and verb Morphology; Echo Words; Reduplication; Basic Syntax.*

ভারতীয় আর্থভাষা জাত নব্য ভাষাগুলির মধ্যে পূর্ব ভারতের ভাষার সবগুলিই মগধী ভাষা গোষ্ঠীর। এই ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে বাঙলা, ওড়িয়া, অসমিয়া এবং অবিভক্ত বিহারের ভাষা সমূহ মগধী, ভোজপুরী এবং মৈথিলী। যেগুলিকে ভাষাতাত্ত্বিকদের অনেকেই বিহারী বলে একটি ভাষাগোষ্ঠী চিহ্নিত করে তার পরে তার উপবিভাগ করেছেন ভোজপুরী, মগধী এবং মৈথিলী হিসেবে। তবে এ বিভাগ সম্ভবত যুক্তিগ্রাহ্য নয়। মৈথিলী বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য যুগে আধুনিক বাংলার পূর্বসূরি। যেমন বিদ্যাপতি অবশ্যই মৈথিলী আদি কবি কিন্তু তার পদাবলীকে বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিতগণ বাংলা সাহিত্য সম্ভারের শ্রেষ্ঠ মণিমুক্তার মধ্যে একটি বলেই চিহ্নিত করে থাকেন।

হিন্দিভাষা যখন দেবনাগরী লিপিকে হাতিয়ার করেছে তখন থেকেই—বিহার পর্যন্ত ভূ-ভাগকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছে। ফলে লিপির অনুপস্থিতিতে এবং সাহিত্য চর্চার অভাবে ভোজপুরী এবং মগধী দেবনাগরী লিপিকে আশ্রয় করেছে আর বিহার রাজ্যের অংশ হওয়ায় মৈথিলীকে দেবনাগরী লিপি গ্রাস করে নিয়েছে এবং এই ভাষাগোষ্ঠীকে বিহারী বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। তেমনি ড. উদয় নারায়ণ তিওয়ারী প্রমুখ মগধী অপভ্রংশ থেকে জাত ভাষাগোষ্ঠীকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। প্রাচ্যা এবং পূর্বা। এই পূর্বা শাখার দুটি ভাগ বাঙলা-অসমীয়া এবং ওড়িয়া। বস্তুত ওড়িয়া ভাষার সাথে বাঙলার সম্পর্ক অসমিয়ার চেয়েও অনেক কাছের। সংস্কৃতিও অনেক বেশি নিবিড়। বিস্তৃত আলোচনায় মৈথিলীকেও এই গোষ্ঠীতে সহজেই বিবেচনাধীন করা যায় কিন্তু এখানে সে বিষয়ে সংযম দেখানোই যথার্থ হবে। অন্যদিকে হিন্দিভাষাতাত্ত্বিকগণ সাধারণভাবে নব্য ভারতীয় আর্ষভাষার পূর্বা মগধীর বাংলা-অসমীয়া, ওড়িয়া ব্যতিরেকে অন্য বিহারী ভাষাগুলিকে হিন্দুস্থানী বলে অভিহিত করেছেন। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণেও তারা বঙ্গ-অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষাকে সম্পর্কিত করেছেন। সেই সাথে ‘বিহারী’ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে মৈথিলীকে ‘বাঙলা প্রভাবিত’ বলে বর্ণনা করেছেন। এই ভাষাতাত্ত্বিকগণ সাধারণভাবে হিন্দু সমাজ জীবনে ব্যবহৃত পঞ্চগঙ্গ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যকেও গুরুত্ব দিয়েছেন।

পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যার ভাষা বিচারে বাংলাভাষীদের পরই হিন্দিভাষীদের সংখ্যা উল্লেখ করার মত। পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে অবাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দিভাষীরই সংখ্যাগরিষ্ঠই নয় অনুপাত বিচারে হিন্দিভাষীরই প্রায় এদের পঁচাশি শতাংশ। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও অবিভক্ত দুই চক্ৰিশ পরগণা (উঃ ও দঃ) জেলায়ও অবাঙলাভাষী জনসংখ্যার পরিমাণ প্রায় সত্তর লক্ষ। এদের মধ্যে প্রায় পঁচিশ লক্ষই হিন্দিভাষী। জীবিকার নানা বিভাগে এদের দেখতে পাওয়া যায়। তবে মূলত শহরাঞ্চলে এবং শীল্পাঞ্চলেই এদের দেখা মেলে। এই তিনটি জেলার জীবিকার বিভাগ বিচারে দেখা যায় হিন্দিভাষী বাসিন্দারা মূলত শ্রমজীবী। কায়িক শ্রম, কুলিগিরি, রিকসা চালানো, রেল শ্রমিক এবং কল্যাণী বা অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে কারখানা শ্রমিক হিসেবেই এদের দেখা মেলে। বাকি অংশ ব্যবসায় ও অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত। সাধারণভাবে পেশার এই চরিত্র বিচারে এরা স্বল্প শিক্ষিত এবং গরিষ্ঠরাই নিরক্ষর। অন্য দিকে এই সব হিন্দিভাষীদের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, এরা এই এলাকায় এক গরিষ্ঠ অংশ দীর্ঘদিন, এমন কি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বাসিন্দা হলেও এদের সামাজিক ভিত্তি যেন সম্পূর্ণরূপেই জীবিকা কেন্দ্রিক।

হিন্দিভাষী জনগোষ্ঠীর গরিষ্ঠ অংশই বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলি থেকে আগত। এই সব জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে ভাগলপুর, মজঃফরপুর, গয়া, সাসারাম, বালিয়া, গোরক্ষপুর, ভোজপুর প্রভৃতি। কথ্যরীতিতে এরা অধিকাংশই ভোজপুরী এবং দেশওয়ালী।

পূর্বভাগীরথী অঞ্চলের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চক্ৰিশ পরগণায় এই সব হিন্দিভাষাভাষীদের ভোজপুরী গোষ্ঠীর দেখা পাওয়া যায়। এদের ভাষিক প্রবণতা, বয়স, প্রজন্ম, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদির দিক থেকে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে; বিভিন্ন বয়ঃক্রমিক নিরক্ষর এবং সাক্ষর বাচক গোষ্ঠীদের উচ্চারিত শব্দগুলিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণসমূহ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সাক্ষর-নিরক্ষর, অচল বা সচল যে কোন শ্রেণীভুক্ত হোন না কেন, বেশি বয়সের বাচক গোষ্ঠীরা সামাজিক রীতিনীতির মতই উচ্চারণের ক্ষেত্রে অতীতকে আঁকড়ে রাখতে চাইছেন, অল্প বয়স্করা উচ্চারণের ক্ষেত্রে তারা মধ্যপন্থী। প্রাচীন অভ্যাসকে কিছুটা ধরে রাখলেও রাঢ়ী প্রভাবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে নতুন রূপকে মেনে নিতে ততটা অসম্মত নন। আর চল্লিশের অনূর্ধ্বরা অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নুতনেরা তারা অনেকেই প্রাচীন অভ্যাস বর্জন করে রাঢ়ী শব্দের নতুন রূপকে স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে রাজী। সে কারণে ভোজপুরী ভাষাভাষী বাচক গোষ্ঠীদের উচ্চারিত শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবর্তনটি বয়ঃক্রমিক হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এই বিবর্তন স্পষ্টভাবে দেখাতে গেলে বয়ঃক্রমিক নিরক্ষর, সাক্ষর, অচল ও সচল দিক থেকে বিচার করলেই প্রকৃত সত্যের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হবে। যাঁরা প্রয়োজনে বা বিশেষ কারণে এলাকার বাইরে যাবার প্রয়োজন অনুভব করেন না তাঁরই অচল আর যাঁরা এলাকার বাইরে যাতায়াত করেন তাদের সচল বলে বলা হল। প্রতিক্ষেত্রেই বয়স অনুযায়ী এই ভোজপুরী ভাষাভাষী বাচক গোষ্ঠীদের বারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (এক) ষাটের উর্ধ্বে নিরক্ষর অচল-‘অ^১’; (দুই) ষাটের উর্ধ্বে নিরক্ষর-সচল-‘স^১’; (তিন) ষাটের উর্ধ্বে সাক্ষর-অচল-‘অ^২’; (চার) ষাটের উর্ধ্বে সাক্ষর-সচল-‘স^২’; (পাঁচ) চল্লিশের উর্ধ্বে নিরক্ষর-অচল-‘অ^৩’; (ছয়) চল্লিশের উর্ধ্বে নিরক্ষর-সচল-‘স^৩’; (সাত) চল্লিশের উর্ধ্বে সাক্ষর-অচল-‘অ^৪’; (আট) চল্লিশের উর্ধ্বে সাক্ষর-সচল-‘স^৪’; (নয়) চল্লিশের অনূর্ধ্ব নিরক্ষর-অচল-‘অ^৫’; (দশ) চল্লিশের অনূর্ধ্ব নিরক্ষর-সচল-‘স^৫’; (এগারো) চল্লিশের অনূর্ধ্ব সাক্ষর-অচল-‘অ^৬’; (বার) চল্লিশের অনূর্ধ্ব সাক্ষর-সচল-‘স^৬’।

প্রথম শ্রেণির ক্ষেত্রে-অ^১, স^১; অ^২, স^২; অ^৩, স^৩; অ^৪, স^৪ বাচক গোষ্ঠীদের উচ্চারণ মোটামুটি একই ধরনের থেকে গেছে। কিন্তু চল্লিশ অনূর্ধ্ব শেষ চারটি শ্রেণি অ^৫, স^৫ ও অ^৬, স^৬-এর বাচক গোষ্ঠীরা বাস্তব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা আকস্মিকভাবে রাঢ়ী উচ্চারণকেই নিজস্ব উচ্চারণ রূপে প্রকাশ করেছে। তাই প্রথম আটটি শ্রেণির ক্ষেত্রে একই উচ্চারণকে আটবার উল্লেখ না করে একবার মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী চারটি শ্রেণির ক্ষেত্রে তাঁরা কিভাবে রাঢ়ী উচ্চারণকে অনুসরণ করেছে সেটাই দেখানো হয়েছে। অ^১, স^১, অ^২, স^২, অ^৩, স^৩, অ^৪ ও স^৪ বাচক গোষ্ঠীরা মৌখিক আঞ্চলিক উচ্চারণের ভিত্তিতে বিভিন্ন পদের নমুনা দেখানো হয়েছে।

অ এবং স^১ বাচক গোষ্ঠীর ব্যবহৃত শব্দে ধ্বনি পরিবর্তন খুবই সামান্য। যে ধ্বনি পরিবর্তন খুবই সামান্য। যে শুধু পরিবর্তন দেখাচ্ছি তা শুধু অ^১ এবং স^১ ভেদের জন্য।

অ^১-বাচক গোষ্ঠীর মুখের ভাষায়, “তরই, মরিচা, কমরধনি, মহতারি, বসরি, তিঅর, সবের, পিআরকইল, রউআ, দতুঅন, ভসুর, সাতোআ, চমরা, অমরা”, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে পদাদি, পদমধ্যস্থ ও পদান্ত্যে কণ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠোষ্ঠ্য-স্বরধ্বনিতে এসে স^১ এর বুলি হয়েছে, “তরোই, মোরিচা, কোমরধনি, মহোতারি, বসোরি, তিওর, সোবের, পিআরকোইল, রোউআ, দতুওনো, ভোসুরো, সাতোআ, চোমরা, ওমরা”। অ^১-সদস্যদের কথিত বুলি, “আমাওআস, কসোম, হালওআইন, গওনা, সোমার, গোমসাইন, দওনি, সবওউ, ওসারা, ওউনেপউনে, চোউথি, তোরহি ওলটফের, ওরহনি, ওব্বনি” শব্দাবলীতে শব্দান্ত্যে ও শব্দমধ্যস্থ কণ্ঠোষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনিতে এসে স^১-এর মুখের বুলি হয়েছে “আমাআস, কসম, হালআইন, গঅনা, সমার, গমসাইন, দঅনি, সবঅউ, অসারা, অউনেপউনে, চউথি, তরহি, অলটফের অরহনি, অব্বনি”। অ^১-এর বুলি হ’ল, “উ, হউ, চউকা, জানেউ, ঘেউরা, গমকউআ, রউরা, উলটপালট, উলহানা, কুআল, সিলোউরি, উরহেনা”, শব্দগুচ্ছে ওষ্ঠ্য উ-স্বরধ্বনি কণ্ঠোষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিতে এসে স^১-এর বুলি হল গিয়ে, “ও, হও, চওকা, জানেও, ঘেওরা, গমকওআ, রওরা, ওলটপালট, ওলহানা, কোআল, সিলোওরি, ওরহেনা”। অ^১-এর কথা, “ছাওনি, কেওআরি, ওকর, মিঠাইওআলা, গোদাম, সোহগই, তিওর, গিরআও, চোওরাসি, ওলতি” প্রভৃতি শব্দগুলিতে কণ্ঠোষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনি ওষ্ঠ্য উ-স্বরধ্বনিতে এসে স^১ বোলছে, “ছাউনি, কেউআরি, উকর, মিঠাইউআলা, গুদাম, সুহগই, তিউর, গিরআউ, চোউরাসি, উলতি”।

অ^১-এর “ইনসেকর, জেইসে, পইজনি, ইনার, বিআইল, চিরেই, মারই, চইলা, ইমান, ইসতিহার” শব্দগুচ্ছে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে তালব্য ই-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্যতালব্য এ-স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে স^১-এর কথা হয় “এনসেকর, জেএসে পএজনি, এনার, বিআএল, চেরেই, মারএ, চএলা, এমান, ইসতেহার”। অ^১-এর “এহিসে, এক্ত, এজো, মওএসি, এতওআর, একর, এজি, বাদরাএন, দের, দেস, দেসি” শব্দগুচ্ছে এ-স্বরধ্বনি ই-স্বরধ্বনিকে জায়গা করে দিচ্ছে স^১-এ “ইহিসে, ইক্ত, ইজো, মওইসি, ইতওআর, ইকর, ইজি, বাদরাইন, দির, দিস, দিসি”। অ^১-এর “কেআরি, বিআ, গারসি, নতিআ, সুকুআর, দুআর, কলেওআ, মারোআ, সার, পিআসল” শব্দাবলীতে কণ্ঠ্য আ-স্বরধ্বনি সংবৃত কণ্ঠ্যতালব্য এ-স্বরধ্বনিকে স্থান করে দিয়ে স^১-এ বোলছে “কেএরি, বিএ, গেরাসি, নতিএ, সুকুএর, দুএর, কলেওএ, মারোএ, সের, পিএসল”। অ^১-সদস্যদের মুখের কথায় “পাঁঅনা, ঘুটা, ডাঁরা, কোঁহরা, কোঁন, গাঁট, চাঁওর, সাঁজন, উঁহা, কাঁচ, হাঁসুয়া” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ অনুনাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি স্বাভাবিকভাবেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে স^১-সদস্যদের মুখে মুখে আর বলে, “পাঁঅনা, ঘুটা, ডারা, কোহরা, কোনগাট, চঅওর, সাজন, উহা, কাচ, হাসুয়া”। অ^১-এর কথা হল গিয়ে “হুম্বনিকে, হম্বরাকে, তোহনিকে, হম্বার, হউসব, তোহার, তহার, পিরহা, আধআহান, চুলহা, হাতাউরি, সিরহি” শব্দগুচ্ছের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে শ্বাসাঘাতযুক্ত হেতু কণ্ঠ্যনালীয় উষ্ম ঘোষবৎ হ-ব্যঞ্জনধ্বনি অল্পপ্রাণিত হয়ে যায় স^১-দের মৌখিক কথা বার্তায় “অম্বনিকে, অম্বরাকে, তোঅনিকে, অম্বার, অউসব, তোআর, তআর, পিরআ, আধআআন, চুলআ, আতাউরি, সিরই”।

অ^১-এর মুখের বুলি হচ্ছে, “মগইআ, আজম, কোঅরা, অরআ, অউতি, ওতনি, উদনা” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে প্রায়শই কণ্ঠ্যনালীয় স্পর্শ সঘোষ অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্যনালীয় উষ্ম ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রাণ হ-কার ব্যঞ্জনধ্বনির স্থান করে দিয়ে স^১-এ বলে চলেছে “মগইহা, হাজমা, কোহরা, হরহা, হউতি, হোতনি, হোদনা”। অ^১-বাচক গোষ্ঠীর মুখে “বাথানি, ঠেকুআ, চোখা, খলি, তুরখ, ঘুন, ভাগজুগনি, ফেনসা” শব্দগুচ্ছে মহাপ্রাণধ্বনির প্রাণধ্বনি অল্পপ্রাণিত হচ্ছে স^১-এর মুখে “বাতানি, টেকুআ, চোকা, কলি, তুরত, গুন, বাগজুগনি, পেনসা”। অ^১-এর মুখে “হিং, লেহাংগা দোংগা, মংগল, মাংগ, তাংগি, কংধা, ধাংধা, ঝংকার” শব্দগুচ্ছে অঘোষ মহাপ্রাণ অনুনাসিক অযোগবাহ ্-ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে মহাপ্রাণতা হারিয়ে নাসিক্য ন-স্পষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স^১-এ উচ্চারিত ধ্বনি হয়ে ওঠে, “হিন, লেহানগা, দোনগা, মনগল, মানগ, তানগি, কনধা, ধানধা, ঝনকার,”। অ^১ সদস্যদের মুখে “জবতক, ওকনিকে, জোকরা, ওক্রাকে, বক্সা, বুরবক, সিকহর, নিমক, হলুক, কনসার” শব্দগুচ্ছে জিহ্বামূলীয় অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পষ্ট ক-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় ঠেলে দিয়ে যাচ্ছে অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ স্পষ্ট

গ-ব্যঞ্জনধ্বনিকে আর স' হয়ে যায় “জব্‌তগ্‌, ওগনিকে, জোগরা, ওগরাকে, বগ্‌সা, বুব্‌বগ্‌, সিগহর, নিমগ্‌, হলুগ্‌, গন্‌সার”। অ'-বাচকদের মুখে, “পাগ্‌হা, ভগ্‌ওআন, ভাগ্‌, মগ্‌অর, আগ্‌, মিলগিআ, লগ্‌হর, লগন্‌, গরহি, গোর, আগ্‌হি” শব্দগুচ্ছে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে অঘোষীভূত হচ্ছে স'-এ, “পাক্‌হা, ভক্‌ওআন, ভাক্‌, মক্‌অর, আক্‌, মিল্কিআ, লক্‌হর, লকন্‌, করহি, কোর, আক্‌হি”। অ'-এর, “পরতি, খাপরা, খোপ্‌, পোঁছ, ছিপ্‌আ, রুপিআ, পেচ, পইসা, উপাস, নপ্‌না, কপরা, লপ্‌এটল”, শব্দগুচ্ছে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে ঘোষীভূত হয়ে যায় স'-এর মুখে, “বরতি, খাবরা, খোব, বোঁছ, ছিব্‌আ, রুব্‌ইআ, বেচ, বইসা, উবাস, নব্‌না, কবরা, লব্‌এটল”। অ'-এর বুলি, “মতলব, সবকর, কিতাব, জাব, সুব, বারুআ, বারুনি, বারুজি, সবলিআ, বাছা, বাছি, তম্‌ব” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অল্পপ্রাণ দন্তোষ্ঠ্য অন্তঃস্থ ব-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষীভূত হয়ে অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য প-ব্যঞ্জনধ্বনিতে উচ্চারিত হচ্ছে স'-এর মুখে মুখে “মতলপ, সপকর, কিতাপ, জাপ, সুপু, বাপুআ, বাপুনি, বাপুজি, সপলিআ, পাছা, পাছি, তম্‌প”।

অ'-এর মুখে, “নুকসান, নখন, নমকিন্‌ নাঠা, দরসন, সেনুর, সোনরা, নিমন্‌, জান্‌, গিরনারি” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ‘ল’ ও ‘ন’ এর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করি স' সদস্যদের মুখে, “লুকসান, লখন, লমকিন্‌, লাঠা, দরসল্‌, সেনুর, সোলরা, নিমল্‌, জাল, গিরনারি”। অ'-এর, “চাল্‌নি, লিপল্‌, কানবালি, আলুই, লোটা, বরল্‌, লাগান্‌, লরিকা, লব্‌কোরি, লম্‌হর, লম্‌বা, লম্‌বর” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে ‘ল’ ধ্বনি ‘ন’-ধ্বনি হয়ে যাচ্ছে স'-দের মুখে “চান্‌নি, নিপল্‌, কানবানি, আনুই, নোটা, বরন্‌, নাগান্‌, নরিকা, নব্‌কোরি, নম্‌হর, নম্‌বা, নম্‌বর”। অ'-এর শব্দাবলী, “করেজা, মারো, কপার, কেরা, কেরাছাপ” শব্দগুচ্ছে ‘র’ ও ‘ল’ ব্যঞ্জনধ্বনির চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় স'-এ “কলেজা, মালো, কপাল, কেলা, কেলাছাপ”। অ'-দের মুখে, “ইআদকইল্‌, ব্রসাদ, গিদ, বাদসা, আনহদ, মরদ, বরদ, আদত, দুবর, ইদ, আদমি”, শব্দগুচ্ছে দ-ব্যঞ্জনধ্বনি ত-ব্যঞ্জনধ্বনি হয়ে ফিরছে, স'-এর মুখে মুখে, “ইআতকইল্‌, বরসাত, গিত, বাতসা, আনহত, মরত, বরত, আতত, তুবর, ইত, আতমি”। অ'-এর কহত, মজবুত, সুস্‌মাত, রাত, উসতরা, লউকত, খেতপাথার, তবিঅত, দেহাত,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে অল্পপ্রাণ অঘোষদন্ত্য স্পর্শ ত-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় সঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য দ-ব্যঞ্জনধ্বনিতে সরে এসে স'-তে বোলতে শুনেছি, “কহদ, মতারুদ, সুস্‌মাদ, রাদ, উসদরা, লউকদ, খেদপাথার, তবিঅদ, দেহাদ”। অ'-দের, “হাত্‌তিআরা, তেলচাট্টা, কেকরাকে, গগরি, কিরকা, দলপিটটি, টিট, মম্‌হর, দদহর, লিটটি, পিপুনি”, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে পাশাপাশি দুটি সমযুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির একটি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে বিষমীভবন প্রক্রিয়ায় এসে স্বাভাবিকতা লাভ করছে স'-এর মুখে “হাদ্‌তিআরা, তেলচাডটা, কেগরাকে, গত্রি, কিরনা, দলপিতিটি, টিড, মন্‌হর, দত্‌হর, লিতটি, পিবনি”। অ'-দের মুখের ভাষায়, “বপ্‌সি, বড্‌না লউনডি, মচছর, হেলান, সক্রা, দতিনা”, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে পদমধ্যস্থ পাশাপাশি দুটি বিষমধ্বনি সমীভূত হয়ে সমযুগ্ম ব্যঞ্জনে এসে স'-দের বুলি হল গিয়ে, “পপ্‌সি, ববনা, নউনডি, মচছর, হোনান, সক্রা, দদিনা”।

অ'-দের মুখের ভাষায়, “খটমল, নাট, খটাল, চউকট, টমাটর, কট্‌বেল্‌, টিক্‌উলি, নাটোআ, নট্‌নি, নট্‌, সিটি, চুটকি, টিকট, ইটা,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে স্বতোমূর্ধনীভবনের ফলে মূর্ধা ট- ব্যঞ্জনধ্বনি দন্ত ত-ব্যঞ্জনধ্বনিতে ফিরে এসে স' দের মুখের বুলি হয়ে যায় “খতমল, নাত, খতাল, চউকত, তমাতর, কতবেল, তিকউলি, নাতোআ, নতনি, নত, সিতি, চুতকি, তিকত, ইতা”। অ'-দের মুখের বুলি, “ছিনার, ছালি, মছরি, ছাচ, ছাউনি, ছওরা, ছুতহর, ছান, ছানি, বিছোঁনা, পরছাওন, ছিলকা”, শব্দাবলীতে অঘোষ তালব্য মহাপ্রাণ ঘৃষ্ট ছ-ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা হারিয়ে স-ধ্বনিতে এসে স'র মুখে উঠছে, “সিনার, সালি, মসরি, সাচ, সাউনি, সওরা, সুতহর, সান, সানি, বিসোঁনা, পরসাওন, সিলকা,”। অ'র মুখের ভাষা, “অসন্‌, অপেল, অপিল্‌, অম্‌লা, অমির, অরজি, অদলা, অচমন্‌, অগে, অটা”, শব্দগুচ্ছে প্রায়ই কণ্ঠ্যনালীর স্পর্শ অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্য আ-স্বরধ্বনিতে এসে স' বলতে শুনি, “আসন্‌, আপেল, আপিল্‌, আম্‌লা, আমির, আরজি, আদলা, আচমন্‌, অগে, অটা”।

আমরা এখন ঘাটের উর্ধে ভোজপুরী ভাষাভাষী বাচক গোষ্ঠির সাক্ষর সম্প্রদায়ের নিয়ে ঔপভাষিক মিশ্রণের আংকিক হিসেব নির্ণয়ে সমীক্ষায় এগোলাম। এখানে আমরা অচল ও সচল ভেদে নাম দিলাম ‘অ’ ও ‘স’। অবশ্য এই পর্বে সংগৃহীত শব্দের মধ্যে পূর্ব রাঢ়ীর তেমন ঔপভাষিক প্রভাব চোখে পড়ছেন। যে ধ্বনি পরিবর্তন দেখাচ্ছি ‘অ’ ও ‘স’ ভেদের জন্য। তেমন পূর্বরাঢ়ীয় প্রভাব উল্লেখযোগ্য না থাকলেও তবে লক্ষণীয়। সাক্ষরিত জনেরা সব সময় শুদ্ধ ভাষারূপ প্রয়োগের একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এঁদের ভাষিক প্রতিক্রিয়া মোটামুটি শুরু বলা যেতে পারে। আমরা সত্তর জন করে সদস্য নিয়ে সমীক্ষায় এগোলাম।

অ'-বাচকগোষ্ঠির মুখের ভাষায়, “মরই, নিঅরে, জমিন্‌, গরমি, সনিচর, অকল, অত, অসিকো”, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে আদি, মধ্য ও অন্ত্যে অ, য-ফলা, আ, উ-যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী শব্দাদ্য কণ্ঠ্য অল্পপ্রাণ অ-স্বরধ্বনির কণ্ঠোষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনি হয়ে স'-দের বুলি হচ্ছে, “মোরই, নিওরে, জোমিন্‌, গোরমি, সোনিচর, ওকল, ওত্‌ ওসিকো”। অ'-দের মুখের ভাষা, “চোকর, মোচ, সোজ, চোনা, দোহা, দোআহ, দোনা, কোনা, ওক্‌নি, ওত্‌না” শব্দগুচ্ছে স'র মুখের কথা হয়ে যায় অ-স্বরধ্বনিতে, চকর, মচ,

সজ্জ, চনা, দহ, দআহ, দনা, কনা, অকনি, অতনা”। অ’-এর মুখে, “পুরা, চুলি, মসুরিআ, মরুআ, উনকর, উজর, মুস, উখ, আউঘর”, প্রভৃতি শব্দাবলীতে পদাদি ও পদ মধ্যে ওষ্ঠ্য উ-ধ্বনির কঠোষ্ঠ্য ও-ধ্বনিকে স্থান করে দিয়ে স’ এর কথা হতে শুনি, “পোরা, চোলি, মসোরিআ, মরোআ, ওনকর, ওজর, মোস, ওখ, আওঘর”। অ’-দের, “গাওইআ, দাওআই, দোসি, গাওআরি, বাসওআরি, চোওতি, ভোতর, চোখা, ওনকর, নোনকি”, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ আদি ও মধ্যে কঠোষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিকে স্থানচ্যুত করে ওষ্ঠ্য উ-স্বরধ্বনি এসে যায়গা করে নিয়ে স’ কথা হয়ে যায়, “গউইআ, দাউয়াই, দুসি, গাউআরি, বাসউআরি, চোউতি, ভুতর, চুখা, উনকর, নুনকি”। অ’-এর, “কইসে, জইসে, ইসনে, মনই, চেইলি, ইনাম, ইসারা, ইকবাল, ইনার, ইকবালি”, শব্দতে পদাদি, পদমধ্য ও পদান্তে তালব্য ই-ধ্বনি কঠ্যতালব্য এ-ধ্বনিকে বসিয়ে স’-এর মুখের বুলি হ’ল গিয়ে, “কএসে, জএসে, এসনে, মনএ, চেএলি, এনাম, এসারা, একবাল, এনার, একবালি”। অ’দের কথায়, “একর, এসে, এইসে, পিএলাএক, তেরাইল, লএলটেন, দএলা”, শব্দগুচ্ছ পদাদি, পদমধ্য ও পদান্তে কঠতালব্য এ-ধ্বনি তালব্য ই-ধ্বনিকে স্থান করে দিয়ে স’-দের বলা কথা, “ইকর, ইসে, ইইসে, পিইলাইক, তিরাইল, লইলটেন, দইলা”।

অ’-দের, “আচার, মারোআ, পনিআ, আসমান, জানহার, বতিআ, বিআ, আগি, আনহি, ডিবিআ”, শব্দগুলিতে কঠ্য আ-ধ্বনি কঠ্যতালব্য এ-ধ্বনিতে এসে স’-তে বলছে, “এচের, মারোএ, পনিএ, এসমান, জেনহার, বতিএ, বিএ, এগি, এনহি, ডিবিএ”। অ’-দের কথ্য ভাষায়, “খতিআন, ছাঁওআ, কোঁরহি, বাঁছি, উঁহাপর, সাঁপ, সাঁর, পোঁরল, সাঁই”, শব্দগুলিতে ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ অনুনাসিক ʌ ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেয়ে যাচ্ছে স’-দের বেলায় আর বোলছে, “খতিআন, ছাঁওআ, কোঁরহি, বাছি, বাছা, উঁহাপর, সাপ, সার, পোরল, সাই”। অ’-দের কথায়, “বহতা, দহি, তেহরি, হারিআ, মরহা, হলকা, কুলওহাসি, নোহরনি, হপতা”, শব্দগুচ্ছ হ-উষ্মব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা হারাচ্ছে স’-তে আর বলে, “বঅতা, দই, তেঅরি, আরিআ, মরআ, অলকা, কুলওআসি, নোঅরনি, অপতা”। অ’-দের মুখের ভাষায়, “সোঅনি, বিআ, চাও, আরতি, অলতা, উরোতনা, তেঅনি,” শব্দগুচ্ছ হ-ব্যঞ্জনধ্বনির আগম শুনতে পাই স্বাসাঘাত হেতু তখন স’-দের কথা হয়ে যায়, “সোহনি, বিহা, চাহ, হারতি, হলতা, ছরতনা, তেহনি”। অ’-দের কথ্য ভাষায়, “ঝরুখা, ঘাসফুল, খিচরি, বাঘ, বাখা, মিঠাই, বুধ, বোরা, ঘাম, ফেরহা, পহসুল”, শব্দগুলি অল্পপ্রাণিত হচ্ছে স’-দের ক্ষেত্রে আর বোলছে, “জরুকা, গাসফুল, কিচরি, বাগ, বাকা, মিটাই, বুদ, জোরা, গাম, পেরহা, পঅসুল”। অ’-দের কথ্য ভাষায়, “অংগনা, সংখা, কংঘি, বংসি, সিং, সংখ, ঝংড়া, ডংখা, কংড়া, পংড়া, পুংগি, নাংগা,” শব্দগুচ্ছ অনুনাসিক ʌ-ব্যঞ্জনধ্বনি নাসিক্য মহাপ্রাণ ন-ব্যঞ্জনধ্বনিরই অবস্থাত্তে মাত্র আর স’-তে রূপ হল গিয়ে, “অনংগনা, সনখা, কনঘি, বনসি, সিন, সনখ, ঝনড়া, ডনখা, কনড়া, পনড়া, পুনগি, নানগা”। অ’-দের বুলিতে “ঢকনি, জকরি, কাজর, কুদার, চক্বনদি, লেকিনি, একানরে, একানন, মকরি, পাকল, জাকর, তোকনেসরর”, শব্দগুচ্ছ অঘোষ অল্পপ্রাণ ক-ধ্বনি ঘোষবৎ হয় জিহ্বামূলীয় অল্পপ্রাণ গ-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স’-এ বোলতে শুনেছি, “ঢগনি, জগরি, গাজর, গুদার, চগ্বনদি, লেগিনি, এগানরে, এগানন, মগরি, পাগল, জাগর, তোগনেসরর”।

অ’-দের মুখে, “গরই, সগর, গোর, গরদন, চমগদার, বগইচা, গিরসতি, সিগ, জগ, ডিগ,” শব্দগুচ্ছ সমঘোষ অল্পপ্রাণ গ-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষীভবন হয়ে অঘোষ অল্পপ্রাণ ক-ব্যঞ্জনধ্বনিতে ফিরে এসে স’-দের বুলি হয়েছে, “করই, সকর, কোর, করদন, চমকদার, বকএইচা, কিরসতি, সিক, জক, ডিক”। অ’-দের, “ছিপকিলি, পানজরা, বোপরি, পাঁরে, পাতর, পাতই, পিসনি, পান, জাপ, নাপ, কপটি”, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ অঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য প-ব্যঞ্জনধ্বনি সমঘোষ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ দন্তোষ্ঠ্য অন্তঃস্থ ব-ব্যঞ্জনধ্বনিকে জায়গা করে দিয়ে স’-এ বলে, “ছিব্কিলি, বানজরা, বোবরি, বাঁরে, বাতর, বাতই, বিসনি, বান, জাব, নাব, কবটি”। অ’-এর, “সেনুর, নারিআখাপরা, ননঅকা, নাগিনা, নজর, নাচোইআ, নতদি” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ ‘ন’ ও ‘ল’ এর বিপর্যয় দেখতে পাই স’-এ, “সেনুর, লারিআখাপরা, লনঅকা, লাগিনা, লজর, লাচোইআ, লতদি”। অ’-এর “দালান, তাল, মরগহল, লাঠি, কুলছনি, লমহর, লালটেন, লানবুকি” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ ‘ল’ ও ‘ন’ এর চাঞ্চল্য দেখি স’-এ, “দানান, তান, মরগহন, নাঠি, কুলছনি, নমহর, নালটেন, নানবুকি”। অ’-এর, “তার, রহসুন, কঠহর অটরি, অরগুআন”, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ ‘র’ ও ‘ল’ এর চাঞ্চল্য শুনতে পাই স’-এ, “তাল, লহসুন, কঠহল, অটলি, অলগুআন”। অ’-এর, “দিআকা, দিআ, দারু, মরদ, গিদঅর, পদ, নদ, দোআই, গুদমা”, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ আদি, মধ্য ও অন্ত্যে অল্পপ্রাণ দন্ত্য দ-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষবৎ হয়ে অল্পপ্রাণ অঘোষ ত-ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়ে স’-এ বোলছে, “তিআকা, তিআ, তারু, মরত, গিতঅর, পত, নত, তোআই, গুতমা”।

অ’-এর, “তাকত, বিনতি, দওআত, মত, দেহাত, গোটনি, চিতঅল, তিরত, তুরনত, চিতহনা”, শব্দগুচ্ছ ঘোষীভবন প্রক্রিয়ায় ত-ধ্বনি দ-ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে স’-এ বোলছে, “তাকদ, বিনদি, দওআদ, মদ, দেহাদ, গোদনি, চিদঅল, তিরদ, তুরনদ, চিদহনা”। অ’-দের মুখে, “কেকর, নেনুআ, চট্টানি, লিটটি, মিটটি, ভুট্টা, হেলল, চদদর, তিত, রোসগদদি,

ককরি, তাতল, চক্কর,” শব্দগুচ্ছে সমধ্বনির একটি লোপ পেয়ে বিষমীভূত হচ্ছে স^২-এ, “কেগর, লেনুআ, চত্টানি, লিত্টি, মিসটি, ভুতটা, হেলর, চতদর, তির, রোসগতদি, কগরি, তাতল, চকগর”। অ^২-দের, “দুধরা, দুধিআ, গিদধ, গকরা, লুচছা,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ দুটি বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি সমরূপত্ব লাভ করে সমীভূত হচ্ছে স^২-দের মুখে আর বলে, “দুদরা, দুদিআ, গিদদ, গগরা, লুচা,”। অ^২-দের মুখে “ছানোটা, টম্‌টম, বটইআ, চোটইল, গিরমিটিআ, চোটাহা, চেটে, মোট, কুটনি,” শব্দগুচ্ছে অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট মূর্ধন্য ট-ধ্বনি অল্পপ্রাণ অঘোষ দন্ত্য ত-ধ্বনিতে এসে স^২ দেরকে বলতে শুনি, “ছানোতা, তমতম, বতইআ, চোটইল, গিরমিটিআ, চোতাহা, চেতে, মোত, কুতনি”। অ^২-দের মুখের কথ, “ছেমি, গাছ, বছরা, মচছর, ছিটকিলি, ছিনার, ছিকা,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ অঘোষ তালব্য মহাপ্রাণ ঘৃষ্ট ছ-ব্যঞ্জন ধ্বনি অনেক সময় মৃদু শিশধ্বনি স-ধ্বনিতে এসে স^২-এর বুলি হয়ে যায়, “সেমি, গাস, বসরা, মচসর, সিটকিলি, সিনার, সিকা”। অ^২-দের মুখের বুলি, “চম্‌মচ, পক্কা, কচ্‌চা, চট্টাই, আসরাস, দুক্কান, মুননাফা” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ সন্নিহিত সমযুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির একটি লোপ পেয়ে যায় প্রায়শই আর বলে স^২-তে, “চম্‌মচ, পকা, কচা, চট্টাই, আরাস, দুকান, মুনাফা”। অ^২-দের “অকেলা, অওস্তা, অওসান, অতনা, অসলি, অজাদ, অলস, অরাম, অপদ, অর্দালি, অদালত, অওয়াজ,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে পদাদিতে অল্পপ্রাণ কণ্ঠ্য অ-স্বর ধ্বনি কণ্ঠ্য আ-স্বরধ্বনি হয়ে যাচ্ছে স^২-দের মুখে মুখে, “আকেলা, আওস্তা, আওসান, আতনা, আসলি, আজাদ, আলস, আরাম, আপদ, আরদালি, আদালত, আওয়াজ,”।

আমরা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে নিরক্ষর বাচক গোষ্ঠীর মুখের কথিত ভাষা সংগ্রহ করতে অচল ও সচল ভেদে দুটি ভাগে ভাগ করেছি। নিরক্ষর বাচক গোষ্ঠীদের নিয়ে ঔপভাষিক মিশ্রণের সমীক্ষায় এগোব। এই বয়সের ভোজপুরী ভাষাভাষী বাচক গোষ্ঠীর কথ্যভাষায় এখানকার পূর্বরাঢ়ীর সর্বজন চলিত কথ্যভাষার ছাপ পড়েছে। এদের মৌখিক কথ্য পঁচাত্তর জন করে সদস্যদের মুখের কথ্য ভাষা নিয়ে সমীক্ষা করলাম অচল ও সচল ভেদে। এঁদের মৌখিক ভাষার পশ্চিমবঙ্গীয় পূর্বরাঢ়ীর উপভাষার প্রভাবের ক্রমিক বৃদ্ধির মাত্রা নিরূপণে সমীক্ষা চালাব। অচল ও সচল ভেদে অচল ও সচলদের ‘অ’ এবং ‘স’ রূপে সংক্ষেপে লিখলাম।

অ^০-বাচকগোষ্ঠীর মুখের কথায়, “কমর, মরুই, পতই, আইনক, পঅজনি, ধনুস, ধইল, অলুই, বর, ভগিনা, ভগিনি, করেজা, পতোহ, উঁদই,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের পদাদি পদমধ্যস্থ ও পদান্ত্যে কণ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্যেষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিতে এসে স^০-দের মুখের বুলি হয়ে যাচ্ছে, “কোমোর, মোরওই, পতোই, ওইনক, পোওজনি, ধোনুস, ধোইল, ওলুই, বোর, ভোগিনা, ভোগিনি, কোরেজা, পোতোহ, উঁওদোই,”। অ^০-দের, “ওখলি, ওলুতি, চোওরাসি, গিরআও, তিওর, সওগনদ, গোনডি, গিরহিও, ওউর, লওউকা,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ শব্দাদ্যে, পদমধ্যে ও পদান্ত্যে কণ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্যেষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিতে এসে স^০-দের বোলছে, “অখলি, অলুতি, চোঅরাসি, গিরআও, তিওর, সওগনদ, গোনডি, গিরহিও, ওউর, লওউকা,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ শব্দাদ্যে, পদমধ্যে ও পদান্ত্যে কণ্ঠ্য অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্যেষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিতে এসে স^০-দের বোলছে, “অখলি, অলুতি, চোঅরাসি, গিরআও, তিঅর, সঅগনদ, গনডি, গিরহিঅ, অউর, লঅউকা,”। অ^০-দের মুখের, “চাউর, সুরুজ, বালু, নেউকর, ঘিউ, লউকি, অউর, উনেউনে, উলিচনা, উলটফের, দুনিআ, তুরাহা, মুলা, বুকু,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছে পদাদি, মধ্য ও অন্ত্যে কণ্ঠ্যেষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনি ওষ্ঠ্য উ-স্বরধ্বনিতে এসে স^০-এ বলছে, “চাওর, সোরোজ, বালো, নওকর, ঘিও, লওকি, অওর, ওনেওনে, ওলিচনা, ওলটফের, দোনিআ, তোরাহা, মোলা, বোকো”। অ^০-দের, “ছও, ওকিল, ওসারা, চোওকা, ওলহনা,” শব্দগুলোতে কণ্ঠ্যেষ্ঠ্য ও-ধ্বনি ওষ্ঠ্য উ-স্বরধ্বনিতে হয়ে উঠেছে স^০-দের মুখে, “ছউ, উকিল, উসারা, চোউকা, উলহনা,”। অ^০-এর মুখে মুখে উচ্চারিত শব্দগুচ্ছ, “লইকা, বগইচা, ইনার, দাই, মইলা, ইনচ, চিমর, সিরি, চিলর, জিন্, দিসর, তিজ,” পদাদি, পদমধ্যস্থ এবং শব্দান্ত্যে তালব্য ই-স্বরধ্বনি সংবৃত কণ্ঠ্য তালব্য এ-স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে স^০-দের বুলি হচ্ছে, “লএকা, বগ্‌এচা, এনার, দাত্, মএলা, এনচ, চেমর, সিরে, চেলর, জেন, দেসর, তেজ্”।

অ^০-দের মুখের কথায়, “এক্রা, বএল, বোনা, সেম, গেরেস, এগান্, এগাবিআ, ইসলিএ, এগাল্‌রে, এতান্‌রে,” শব্দগুচ্ছে পদাদি, পদমধ্য ও পদান্ত্যে সংবৃত কণ্ঠ্য তালব্য এ-স্বরধ্বনি তালব্য ই-স্বরধ্বনিকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে স^০-এর কথা হয়ে যায়, “ইক্রা, বইল, বিনা, সিম, গিরেস, ইগান্, ইগাবিআ, ইসলিই, ইগাল্‌রে, ইতান্‌রে,” অ^০-দের মুখে, “বনিআ, আনডা, খাজা, ভেরিআ, অনদার,” শব্দগুচ্ছে শব্দাদ্যে, শব্দমধ্য ও শব্দান্ত্যে কণ্ঠ্য আ-স্বরধ্বনি কণ্ঠ্যতালব্য সংবৃত এ-স্বরধ্বনিতে এসে স^০-এ বোলছে, “বনিএ, এনডা, খেজা, ভেরিএ, অন্‌দের”। অ^০-দের মুখে, “পাঁকি, বাঁর, পাঁআচ্, তাঁলাও, গাঁও, সঁউতান, উঁইস, আঁখ, পাঁছন, কাঁচা, কঁরা,” শব্দগুচ্ছে ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ অনুনাসিক ‘ৗ’ ব্যঞ্জনধ্বনি স্বাভাবিকভাবে লোপ পেয়ে যায় স^০-এ আর বলে, “পাক, বার, পাআচ্, তালো, গাও, সউতান, ভইস, আখ, পছন, কাচা, কেরা”। অ^০-দের “বছরানি, মেহরারু, জোন্‌হি, বিহউতা, আন্‌হি, মুহ, আন্‌হর, হাঅ, ওহাদিন, বিহানে, দুলহা, হরওআহা,” শব্দগুচ্ছ কণ্ঠ্যনালীয়

আকৃষ্ণনের ফলে স'-এ বলে ফেলে, “বউরানি, মেএরারু, জোনই, বিঅউতা, আনই, মুঅ, আনঅর, আঅ, ওঅদিন, বিআনে, দুলাআ, অরওআআ”। অ'-দের মুখের বুলি, “নাআলা, মগঅর, মগই, আনি, পোরিছাওন, সিলআ, অমান, টঅগনা,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ প্রায়ই কণ্ঠ্যনালী স্পর্শ অ-স্বরধ্বনি উষ্ম ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রাণ হ-ব্যঞ্জনধ্বনির স্থান করে দিয়ে স'-এ বোলছে, “নাহালা, মগহর, মগহি, হানি, পোরিছাহোন, সিলহা, হমান, টহগনা”। অ'-দের মুখের বুলি, “বোখার, ঠান্ডা, কভিও, কভুও, ঠেছনা, ঠেকা, ভুখাই, ঢোওঅল, ঠেকুআ, সিঝল, ঠোকর, ভোথর, ভিনসার,” শব্দগুচ্ছ অল্পপ্রাণিত হচ্ছে স'-দের মুখে, “বোকার, টানডা, কবিও, কবুও, টেউনা, টেকা, বুকাই, ডোওঅল, টেকুআ, সিজল, টোকর, বোথর, বিনসার”।

অ'-দের মুখে “ফেকতে, লোক, নিমক, তাকনা, অপেকসা, ইক্‌নাম, একটক, ইক্‌তা, একই,” শব্দগুচ্ছ জিহ্বামূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ ক-ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দাদ্যে, শব্দমধ্যস্থ ও শব্দান্ত্যে ঘোষীভবন হয়ে ঠেলে দিয়ে দিচ্ছে অল্পপ্রাণ ঘোষ গ-ব্যঞ্জনধ্বনি তাতে স'-বোলছে, “ফেগতে, লোগ, নিমগ, তাগনা, অপেগসা, ইগনাম, এগটগ, ইগতা, এগই,”। অ'-দের কথ্য ভাষা, “দাগই, আগএ, আগইনি, ওগনা, খতরনাগ, লগহরগাই, বাইগম, গোভি, গোর, আগউআ, আগরি,” শব্দগুচ্ছ সঘোষ কণ্ঠ্য অল্পপ্রাণ গ-ব্যঞ্জনধ্বনি অঘোষ কণ্ঠ্য অল্পপ্রাণ ক-স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স'-এর বুলি হল, “দাক্‌ই, আক্‌এ, আক্‌ইনি, ওক্‌না, খতরনাক, লক্‌হরগাই, বাইকন, কোভি, কোর, আক্‌উআ, আক্‌রি”। অ'-এর কথিত শব্দ, “গেরেপ্তার, দুপঅহরিআ, সপনা, সিপাহি, আপন, কপাসঅ, সিরপ, অপঅগননা,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ অল্পপ্রাণ গুণ্য প-ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষবৎ হয়ে অল্পপ্রাণ দন্তোষ্ঠ্য অন্তঃস্থ ব-ব্যঞ্জনধ্বনিতে এসে স'-এর বুলি হচ্ছে গিয়ে, “গেরেব্তার, দুবঅহরিআ, সবনা, সিবাহি, আবনা, কবাসঅ, সিরব, অবঅগননা”। অ'-দের বুলি, “কহব, সবওউর, অববর, নাব, ওবকা,” শব্দগুচ্ছ ব-ধ্বনি প্রায়ই প-ধ্বনি হয়ে যায়, স'-এ “কইপ, সপওউর, অপপর, নাপ, ওপকা”। অ'-দের, “নাদ, নজ্‌দিকে, নত, তোরনদ, নাদঅ, বিচনি,” ‘ন’ ও ‘ল’ এর বিপর্যয় দেখি স'-এ, “লাদ, লজ্‌দিকে, লত, তোরলদ, লাদঅ, বিচলি”। অ'-দের, “লাইকা, লাল্টেন, লোহার, নিখল, মছলি, ইসলিএ, মরগিলুআ, সোরলা,” শব্দতে ‘ল’ ও ‘ন’ চাঞ্চল্য শুনি স'-এ, “নইকা, নান্টেন, নোহার, নিখন, মছনি, ইসনিএ মরগিনুআ, সোরনা”। অ'-এর, “নারিঅর, সিআর, বিরইনি, কুরনি, সরনি, মরলহা, মারলি,” শব্দগুচ্ছ অর্ধব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটতে শুনেছি স'-এ, “নারিঅল, সিআল, বিলইনি, কুলনি, সলনি, মললহা, মাললি”। অ'-দের, “নগদ, কদমা, সদআবাহার, খদঅর, বদঅন, দাল, দেব, দোআহ,” শব্দতে শব্দাদি ও পদমধ্যস্থ অল্পপ্রাণ দ-ধ্বনি অঘোষবৎ হয়ে ত-ধ্বনিতে এসে স'-দের বলে, “নগত, কতমা, সতআবাহার, খতঅর, বতঅন, তাল, তেব, তোআহ”। অ'-দের, “মোসমাত, তুনক, নতকোর, মাতল, মাতারি, ভুত, তরহি,” ত-ধ্বনি ঘোষীভূত হচ্ছে দ-ধ্বনিতে আর বলে, “মোসমাদ, দুনক, নদকোর, মাদল, মাদারি, ভুদ, দরহি”। অ'-দের, “গুলিডানডা, কবাড্ডি, কচু, গগরি, উল্লু, ককরি, তাতল, চোট্টা, দম্মা, টোট্‌কা, এক্‌কা, একননি,” শব্দগুচ্ছ বিষমীভূত হচ্ছে স'-এ আর বলছে, গুলিডানডা, কবার্‌ডি, করসু, গক্‌রি, উনলু, কগরি, তাদল, চোতটা, দরমা, তোট্‌কা, এগ্‌কা, একনলি”।

অ'-দের, “সরকা, গারদারি, লোরকোনি, বাপ, তোহর, ইঠলানা, লোনহর, লনহা”, শব্দগুচ্ছ সমীভূত হচ্ছে স'-দের মুখের কথায়, “সক্‌কা, গাদ্দারি, লোরকোরি, বাব, তোতর, ইটনানা, নোনহর, ননহা”। অ'-দের, “চোট্‌ইল, মট্‌কোর, পটুআ, লনগোটা, টখনা, চট্‌ক, টুকরো,” শব্দতে মূর্ধন্য ট-ধ্বনি দন্ত্য ত-ধ্বনিতে এসে স'-এ বলে, “চোট্‌ইল, মত্‌কোর, পতুআ, লনগোতা, তখনা, চতক্‌, তুকরা”। অ'-এর, “ছাতি, মছরি, বাছর, বাছি, ছক্‌কা, ছক্‌রা, ছকনা”, শব্দগুচ্ছ ঘৃষ্ট ছ-ধ্বনি মৃদু শিষধ্বনি স-ধ্বনিতে এসে স'-এ বলে, “সাত্‌তি, মস্‌রি, বাসর, বাসি, সক্‌কা, স্ক্‌রা, স্কনা”। অ'-দের, “খত্‌রা, কতনা, তাঁগা, পাতুরিআ, ধতুরা, নত্‌নি, লত, ছোত্‌কি,” শব্দগুচ্ছ অঘোষ দন্ত্য স্পর্শ ত-ব্যঞ্জনধ্বনি স্বতোমূর্ধন্যীভবনের ফলে মূর্ধন্য স্পর্শ ট-ধ্বনিতে এসে স'-এ বলছে, “খট্‌রা, কটনা, টাগা, পাতুরিআ, ধটুরা, নট্‌নি, লট, ছোট্‌কি”। অ'-দের কথ্য ভাষায়, “লুংগি, লাহাংগা, লংগুর, লংগোটিআ, গুংগা, পংডুক, লাংগর” শব্দগুচ্ছ অঘোষ মহাপ্রাণ অনুনাসিক অযোগবাহ ১০-ব্যঞ্জনধ্বনি স্বাভাবিকভাবেই নাসিক্য ন-ব্যঞ্জনধ্বনিতে বোলতে শুনেছি, “লুংগি, লাহান্‌গা, লন্‌গুর, লন্‌গোটিআ, গুংগা, পন্‌ডুক, লান্‌গর”। অ'-দের, “বারান্‌ডা, মিটর, চউখট, ঠন্‌ডা, চক্‌না, পকানা, হজার, ঝন্‌ডা, অসলি, অথ্‌রা, অওসর,” শব্দতে কণ্ঠ্যনালী অ-ধ্বনি হয় স'-এ, “বারান্‌দা, মিটার, চউখাট, ঠান্‌ডা, ঢাকনা, পাকানা, হাজার, ঝান্‌ডা, আসলি, আথ্‌রা, আওসর”।

এখন আমরা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বয়সের সাক্ষর বাচকগোষ্ঠীর মুখের কথ্য ভাষায় পূর্বরাষ্ট্র উপভাষায় প্রভাবের ক্রমিক বৃদ্ধির মাত্রা নিরূপণে অচল ও সচল ভেদে ‘অ^৪’ এবং ‘স^৪’ রূপে সংক্ষেপে লিখলাম, এবার ভোজপুরী ভাষাভাষী সদস্যদের মৌখিক কথিত উপভাষার পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূর্বরাষ্ট্র ছাপ যথেষ্ট বর্তমান। প্রায় তিরিশ শতাংশ থেকে চল্লিশ শতাংশ। নিম্নের শব্দগুচ্ছ তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

অ^১ বাচক গোষ্ঠীর মুখের কথ্যভাষায়, “মঅ্কা, অপ্না, কইল্, কোঅইলা, পন্ডিজি, সঅরদি, গল্তি, পরমান্, সুঅর, অরহ্র, সরস্, সনই, গিরঅহ্, জিঅরা, অউকাত্, দঅলত্,” প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ আদি, মধ্য ও অন্ত্যে কণ্ঠ্য অ-ধ্বনি কণ্ঠোষ্ঠ্য ও-স্বরধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে স^১-দের মুখের ভাষায় আর বোলছে, “মওকা, ওপ্না, কোইল্, কোওইলা, পোন্ডিজি, সওরদি, গোল্তি, পোরমান্, সুওর, ওরহ্র, সরোস্, সোনই, গির্ওহ্, জিওরা, ওউকাত্, দওলত্”। অ^১-দের উচ্চারিত শব্দ, “পাওর, মনওতি, কোদার্, চোখা, মতকোর, ওবসি, ওঠ্না, ওরন, ওরাহ, হরদোম, ডোগরি”, শব্দগুচ্ছ ও-ধ্বনি অ-ধ্বনিতে এসে বলছে স^১-এ “পাঅর, মনোঅতি, কদার্, চখা, মতকর, অবসি, অঠ্না, অরাহা, হরদম, ডগরি”। অ^১-দের মুখের, “নাউ, গুরজি, বিসউআস্, উসুল্, পুরান, উদিন্, সউগাদ্, দুয়ার্, হলস্, চুত্কি”, শব্দগুচ্ছের উ-স্বরধ্বনি ও-স্বরধ্বনি হয়ে যায় স^১-দের, “নাও, গুরোজি, বিসওআস, ওসুল্, পোরানা, ওদিন্, সওগাদ্, দোআর, হোলস্, চোত্কি”। অ^১-দের মুখের কথা, “মারো, বাসওআরি, মোরি, নও, দিওরি, জোলনা, ওঅনা, ওতন, ওরনা, ওচটনা, চোটাহা”, শব্দতে কণ্ঠোষ্ঠ্য ও-ধ্বনি ওষ্ঠ্য উ-ধ্বনিকে ছেড়ে দিচ্ছে স^১-দের কথায়, “মার, বাসউআরি, মুরি, নউ, দিউরি, জুলনা, উঅনা, উরনা, উচটনা, চুটাহা”। অ^১-দের মুখে, “ইম্লি, গিলাস্, জির, আদই, ইকাওন্, ইগরিআ, নিমান্, তিনক্অরো, কিরনারি”, শব্দগুচ্ছ তালব্য ই-স্বরধ্বনি কণ্ঠতালব্য এ-ধ্বনিতে এসে যায় স^১-এতে, “এমলি, গেলাস্, জেরা, আদএ একাওন্, এগরিআ, নেমান্, তেনক্অরো, কেরনারি”। অ^১-দের, “মের, চেলি, জেবস্, সেম্, ইসলিএ, এনর, এজগার, এত, নেমে, এবাদা, এলাচি,” শব্দগুচ্ছ এ-ধ্বনি ই-ধ্বনিতে এসে স^১-এ বোলছে, “মির, চিলি, জিবস্, সিম্, ইসলিই, ইনর, ইজ্গার, ইতনেমে, ইবাদা, ইলাচি”।

অ^১-দের, “বানাইএ, খাইল্, আইল্, গন্দা, আখির, তালিম্, আগন্, আচল্, আগত্, আম্লা, আসোদ, হিসাব, ছোনা,” শব্দগুচ্ছ কণ্ঠ্য আ-ধ্বনি কণ্ঠ্যতালব্য এ-ধ্বনি হয়ে যায় স^১-দের বেলায় আর বলে ওঠে, “বানেইএ, খেইল্, এইল্, জেইল্, গন্দে, এখির, তেলিম, এগন্, এচল্, এগত্, এম্লা, এসোদ, হিসেব, ছেনে”। অ^১-দের বুলি, “হারিআ, চুহা, জোঁক, ভোঁতরা, কাঁহা, চিউঁটি, কেচুঁআ, খাঁসি, ভেঁট, হাসুআ, ইঁহা,” শব্দগুচ্ছ ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ অনুনাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পায় স^১-দের বেলায় আর বলে, “হারিআ, চুহা, জোক, ভোত্রা, কাহা, চিউটি, কেচুআ, খাসি, ভেট, হাসুআ, ইহা”। অ^১-দের মুখে “বাহিনা, নাহাইল, পরহল্, খালিহান, দেহল, সাহ্, দিহল্, সিআহি, ইনতিহান, কুলহারি, হার,” শব্দগুচ্ছ প্রবল শ্বাসাঘাত হেতু কণ্ঠ্যনালী উষ্ম ঘোষবৎ হ-ধ্বনি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে স^১-এ “বাইনা, নাইল, পরঅল্, খালিআন্, দেঅল্, সাউ, দিঅল্, সিআই, ইনতিআন্, কুল্আরি, আর”। অ^১-এর, “কুআর, সতুআন্, সতোআ, অমরা, আলুই, পতোঅ, বিআনিআ, অকেলা”, শব্দগুচ্ছ কণ্ঠ্যনালী স্পর্শ অ-ধ্বনি কণ্ঠ্যনালী উষ্ম ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রাণ হ-কার ধ্বনিকে জায়গা করে দেয় স^১-এ, “কুহার, সতুহান, সতোহা, হমরা, হালুই, পতেহ্, বিহানিকা, হকেলা”। অ^১-দের, “খুরপি, কভিকভি, কাথিকে, খুটস, ঝুমকা, নাথিআ, চোরা, কুঠরি, সমধি, চোখা, চিভরি, ভাপ”, শব্দগুচ্ছ অল্পপ্রাণিত হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই স^১-এ, “কুরপি, কবিবকি, কাতিকে, কুটস্, জুমকা, নাতিআ, ভোরা, কুটরি; সমদি, চোকা, ডিবি, বাপ্”। অ^১-দের, “বক্রি, মক্রা, বুনকর, ছিক্, মোকা, পাকল্, নকসা, টোকরি, বকরি, মকরি, পাচক্, ডরপোক্, সগদিক্, মেচক্, আরোক্”, শব্দগুচ্ছ ঘোষীভূত হচ্ছে স^১-এ, “বগ্রি, মগ্রা, বুনগ্র, ছিগ্ মোগা, পাগল্ নগ্সা, টগরি, বগ্রি, মগ্রি, পাচগ্, ডরপোগ্, নগ্দিগ্, মেচগ্, আরোগ্”।

অ^১-দের, “মগরমাছ, বগউলা, বগান, উংগা, দিমাগ্, দাগই, এগ্তা, দমাগ্”, শব্দগুচ্ছ অঘোষীভূত হয়ে যায় স^১-এ, “মকরমাছ, বকউলা, বকান, উংকা, দিমাগ্, জুক্ন, কাগই, এক্তা, দমাগ্”। অ^১-দের, “করা, উপকারি, অপকারি, অপনা, অপরাপর, বাপ্, ছপ্রা”, শব্দগুচ্ছ প-ধ্বনি ঘোষীভূত হয়ে যায় ব-ধ্বনিতে স^১-এ, “কবরা, উব্কারি, অব্কারি, অবনা, অব্রাপর, বাব, ছবরা”। অ^১-দের, “সাব, কাব, তাব, জাব, কোসাব, দুরবহিন”, শব্দগুচ্ছ ব-ধ্বনি অঘোষীভূত হয়ে প-ধ্বনি হয় স^১-এ, “সাপ, কাপ, তাপ, জাপ, কোসাপ, জপরা, দুরপহিন”। অ^১-দের, “সওনি, ওনই, মগ্না, সিন্বা, ছিট্কেনি, তিনকা, সান্, এনজিন্”, শব্দগুচ্ছ ‘ন’ ও ‘ল’ এর চাঞ্চল্য শুনি স৪-এ, “সওলি, ওল্হি, মগলা, সিলবা, ছিট্কেলি, তিলকা, সাল্, এনজিল্”। অ^১-দের, “লইকি, সুখল্, নাচল্, ধোঅল্, পিঅল্, লেহল্, খানাবানাওলা, আওঅল্, পহল্”, শব্দগুচ্ছ ‘ল’ ও ‘ন’ এর বিপর্যয় দেখি স^১-এ, “নইকি, সুখন্, নাচন্, ধোঅন্, পিঅন্, লেহন্, খানাবানাওন্, আওঅন্, পহন্”। অ^১-এর, “কুদার, পাতর, অরসনা, অরগলা, অরসা, বহরনা”, শব্দগুচ্ছ অধ্বব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটিয়ে স^১-ও বোলছে, “কুদাল, পাতল, অল্সনা, অল্গলা, অল্সা, বহল্না”। অ^১-দের, “চন্দর, আদমি, দুলারি, দিওর, বরদ, চদরা, বদ্মাস, সুফিদ্, মসজিদ্, ইবাদ্আ”, শব্দগুচ্ছ অঘোষীভূত হয়ে স^১-এ, “চন্তর, আত্মি, তুলারি, তিওর, বরত, চতরা, বত্মাস, সুফিত, মসজিত, ইবাত্আ”। অ^১-দের, “পাতই, তুনক্, এত্ওআর, এত্না, বহোত, ছত, এমারত, দামাত, সওআত, ছতরি, বদসুরত”, প্রভৃতি শব্দগুলি ঘোষীভূত হচ্ছে স^১-এ, “পাদই, দুনক্, এদ্ওআর, এদ্না, বহোদ, ছদ, এমারদ, দামাদ, সওআদ, ছদ্রি, বদসুরদ”।

অ^১-দের, “ঘুঘু, গগরা, তিতলি, বিছু, ভট্টি, পুননি, তিত, বোলল, কলকততা”, শব্দগুচ্ছ বিষমীভূত হচ্ছে স^১-এ, “ঘুঘু, গকরা, তিদলি, বিসছু, ভট্টি, পুরনি, তিট, বোলন, কলকদতা”। অ^৪-দের, “বিসকুট, পটর, কোটোরি, টাকউআ, টনটন, চটক, চটনি, পেট, কোট, চিমটা, ছুটকা”, শব্দে অঘোষীভূত হচ্ছে স^১-এ, বিস্কুত, পতর, কাতোরি, তাকউআ, তনতন, চতক, চতনি, পেত, কোত, চিমতা, ছুতকা”। অ^৪-দের, “কুলছনি, লালছনা, খিছরি, বাছআ, লালছালু,” শব্দগুচ্ছ, ঘৃষ্ট ছ-ধ্বনি অনেক সময় মুদু শিষধ্বনি হয়ে অ^৪-এ বোলে, “কুলসনি, লালসনা, খিসরি, বাসা, লালসালু”। অ^৪-এর, “অংধা, হংডিআ, অংগুঠি, লংগোটি, পংডুক, পংজা,” শব্দগুচ্ছ অনুনাসিক ং-ধ্বনি মহাপ্রাণ নাসিক্য ন-ধ্বনিতের এসে বলে স^১-এ, “অনধা, হন্ডিআ, অনগুঠি, লনগোঠি, পনডুক, পনজা”। অ^৪-দের, “তকিআ, লগা, অনার, অনাজু, চেহর, হড্ডি, হলকা, অনারস, পতলা”, শব্দগুচ্ছ পাদি মধ্য ও অন্ত্যে ঘোষীভূত হচ্ছে স^১-এ, “তকিআ, লাগা, আনার, আনাজু, চেহারা, হাড্ডি, হালকা, আনারস, পাতলা”। অ^৪-দের মুখের কথা, “ক্যা, ম্যাস, গিরজ্যা, অম্যানৎ, শব্দগুচ্ছ বিবৃত এ-ধ্বনি কণ্ঠ্য আ-ধ্বনি হচ্ছে স^১-এ, “কা, মাস, গিরজা, অমানত,” অ^৪-দের, “মোটা, লম্বোদর, পিলো, বরবোল, জিম্বো, কাচো”, শব্দগুচ্ছ কণ্ঠোষ্ঠ্য ও-ধ্বনি কণ্ঠ্য আ-ধ্বনি হয়ে যায় স^১-এ, “মাটা, লম্বাদর, পিলা, বরবাল, জিম্বা, কাচা”।

চল্লিশ অনূর্ধ্ব বয়সের বাচক গোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে সাক্ষর নিরক্ষর সচল ও অচল সম্প্রদায়ের বাচক গোষ্ঠীদের বোঝানো হচ্ছে। এরা এখানকার নতুন প্রজন্মের বাচকগোষ্ঠী। সেকারণ এখানকার আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যেই এদের বেড়ে ওঠা, কথা বলা আর রাঢ়ীয় উপভাষায় উচ্চারণের ঢঙে অভ্যস্ত হওয়া বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এখানকার কথিত ভাষা এদের মুখে মুখে চলে এসেছে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে স্থানীয় কথ্য মৌখিক ভাষাকে রঙ করে ফেলেছে। নিরক্ষর অচল ও সচল কে ‘অ^১’ ও ‘স^১’ এবং সাক্ষর অচল ও সচল কে ‘অ^৪’ এবং ‘স^৪’ রূপে চিহ্নিত করা হোল। নিরক্ষর সাক্ষর ‘অ^১’ ও ‘স^১’, অ^৪ ও স^৪ ভেদাভেদ নির্ণয় করা খুবই কঠিন ব্যাপার, রাঢ়ীয় উপভাষায় স্বরধ্বনি চাঞ্চল্য ও স্বরসঙ্গতির প্রভাব এই চল্লিশ অনূর্ধ্বরা অনায়াসেই কলকাতা এবং পূর্বরাঢ়ীয় কথিত উপভাষা প্রভাবিত চলিত বাঙালার ঢঙে স্বাভাবিক ভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। চল্লিশ অনূর্ধ্বদের ষাট জন করে ভোজপুরী ভাষাভাষী সদস্যদের মুখের কথ্যভাষা নিয়ে সমীক্ষায় এগোলাম।

(অ^১ ও অ^৪) দের মৌখিক কথ্য ভাষায়, “অখবার, মজা, গরমি, পরেসন, মন, অইসন অগর, নজর, জমানা, কসম, নিঅন, ইউনিঅন, অরে, অওর”, প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ কণ্ঠ্যনালীয় স্পর্শ অ-স্বরধ্বনি কণ্ঠোষ্ঠ্য ও স্বরধ্বনিতের এসে (স^১ ও স^৪) তে বলছে, “ওখবার, মোজা, গোরমি, পরেসোন, মোন, ওইসন, ও গোর, নজোর, জোমানা, কসোম, নিওন, ইউনিওন, ওরে, ওউর”। (অ^১ ও অ^৪) দের, “কলকাতা, রেডিও, লগাওত, খোল, ওআরিস, ঘোনটা”, শব্দগুচ্ছ ও-ধ্বনি অ-ধ্বনি হচ্ছে (স^১ ও স^৪)-এ, “কলকাতা, রেডিঅ, লগাঅত, খল, অআরিস, ঘনটা”। (অ^১ ও অ^৪) এর, “নফা, নুকসান, হিসাব, দাম, ফাণ্ডন, আসিন, জেট, তারিখ, হাপ্তা, বোছোর, গহনা, গোলা, লালটেন, কাকা, কাকি, আলু, দালিআ, চা, রুটি”, (স^১ ও স^৪)-তে হয়ে যায়, “নাফা, লোকস, হিসেব, দাম, ফাগোন, আসসিন, জইসট, তারিক, আপ্তা, বছর, গোহনা, গুদাম, কাগজ, কাকা, কাকি, আলু, ডাল, চা, রোটি”। (অ^১ ও অ^৪) এর, “মেলা, খেলা, একা, দেখা”, (স^১ ও স^৪)-তে সংবৃত এ-ধ্বনি বিবৃত এ-ধ্বনিতের স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়ায় হয়ে যায়, “ম্যালা, খ্যালা, এ্যাকা, দ্যাখা”। (অ^১ ও অ^৪) এর, “দুনা, চিমটা, নিলাম, চিনাচর, কলম, বুতাম, অতি, কলি, গরু, চুল”, স্বর সঙ্গতি প্রক্রিয়ায় (স^১ ও স^৪)-তে বোলছে, “সোনা, চিমটে, নিলেম, চেনাচর, কলোম, বুতোম, ওতে, কোলি, গোরু, চুলি”।

(অ^১ ও অ^৪) দের মুখে, “পুজা, সিখ, চাকরি, নিলাম, পিনড, সরল, সহরিয়া, দমদম, খরদহ, পলতা, করিঅঅ, মিল, আমি, তুমি, সো, নিরামিস্যি, সদর, মাদুর, চাটাই, বতরুম, কিলাস, ফিতা, চোর-ই, ছিনার, সিকল, বেলচা, ডাবর, মোটা, গোটা, খাসি, দাদি, তুরতে, সোর”, শব্দগুচ্ছ স্বরসঙ্গতি প্রভাব (স^১ ও স^৪)-তে বলে চলেছে, “পুজী, সেখো, চাকুরে, নিলেম, পিনডি, সরোল, সহরে, দোমদম, খোরদহ, পোলতা কোরে, মেলা, আমার, তোম, সোআ, নিরামিস্যি, সদোর, মাদোর, চটাই, বাতোম, কেলাস, ফিতে, চোরি, ছিনুলি, সেকল, ব্যাল্চা, ডাবোর, মটা, গটা, খোসি, দাদিমা, তোরতে, সুর”। (অ^১ ও অ^৪)-এর, “আরাম, আজকল, আমজনতা, আবেলা, আপনগারি, অপনঘর, আসুবি, হোলি, বহত, কপহে, কহল, রহল, হালত, কহ, খেলকে, রাখ, দেখ, ভইয়আ, দেখরহল, খেলিব, সবসে, গরিব, ভরোসা, কাগজ, নেট, ওকর, সকত, ওকরা, রিকসা, তরফ, দোসত, বুঝত, খাতির, লোগু, জলদি, জ্যাদা, মানএ, তইঅ্যার”, শব্দগুচ্ছ অতি স্বাভাবিক ভাবে (স^১ ও স^৪) মুখে মুখে ফিরছে, “অরাম, আজকাল, অম্জনতা, আবেলা, আপনগারি, আপনঘর, অসুবি, হোলি, বহত, কহ, কাকে, কইল, রইল, হালত, ক, খেলকে, রাক, দেক, ভাই, দেখরইল, খুলব, সবকে, গোরিব, ভরসা, কাগজ, নেতা, উকর, সকত, ওগরা, রিকসা, তরক, দোসত, খাতির, লোক, জলতি, জ্যাদা, মানা, তইআর”।

তথ্যসূত্র/গ্রন্থাঙ্ক:

1. অগ্রবাল সরযু প্রসাদ, ভাষা বিজ্ঞান অউর হিন্দী, ১৯৭০
2. তিওআরী উদয় নারায়ণ, হিন্দী ভাষা কা উদ্গম অওর বিকাশ, প্রয়াগ
3. তিওআরী ভোলানাথ, ভাষা বিজ্ঞান, ১৯৬৯
4. তিওআরী ভোলানাথ, ভাষা বিজ্ঞান কোষ, বারানসী
5. তিওআরী বি.এন. ও অন্যান্য, ভারতীয় ভাষা বিজ্ঞান কা ভূমিকা, ১৯৮৪
6. তিওআরী নগেন্দ্র, শৌলী বিজ্ঞান, ১৯৭৬
7. বাহরী হরদেব, হিন্দী উদ্ভব বিকাশ ওউর রূপ, ১৯৬৯
8. মেহরোত্রা রমেশ চন্দ্র, হিন্দী ধ্বনিকী অউর ধ্বনি, ১৯৭০
9. Kellogg S. H., A Grammar of the Hindi Language, 1995
10. Grierson G.A., Linguistic survey of India, Cal-1903-27
11. Chatterjee Sunity K., Indo Aryan and Hindi, Cal-1969
12. Ghosh B., Census 1981, Provisional population total, Cal-1973
13. Bengal Dest. Gazett, Carrell J.H.E., Cal-1910
14. Mitra A. & Others, Census 1951, 1991, 2001, 2011, Cal.
15. Masica P.C., The Indo-Aryan Languages, C.U. Press-1991
16. Shukla S., Bhojpuri Grammar, 1981
17. Tiwari U.N., Bhojpuri Vhasha Aur Sahitya, 1954
18. Tiwari U.N., Origin and Development of Bhojpuri Language, 1960
19. Caldwell R., A comparative Grammar of the Dravidian Languages, 1875
20. Abbi A., Studies in Bilingualism, New Delhi-1986
21. Language, L. Bloomfield, New Delhi-1935
22. Fasold R., The Sociolinguistics of Society, Oxford 1984
23. Ghosh M. & Sinha P., Bilingualism and the Bengali of Bhagalpur, Indian Linguistics-1975
